ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

সং৪৩১১
আগরতলা, ১৩ মার্চ,২০১৭

করবী দেববর্মণের সদগুণাবলীগুলি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী করবী দেববর্মণের স্মরণে গতকাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রয়াতা কবি করবী দেববর্মণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে বলেন, করবী দেববর্মণ ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও একজন সফল প্রশাসক । আগরতলা মহিলা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষা থাকাকালীন সময়ে তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে । তিনি ছিলেন পরোপকারী । মানুষকে ভালবাসতেন । ছিলেন মানুষের আপনজন । ঈর্ষা, পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে মুক্ত ছিলেন । গরীব, অসহায়, দুঃস্থদের জন্য তাঁর মন সব সময় ব্যাকুল থাকতো । তাঁর চরিত্রের এই সদগুণগুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করে । তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে তাঁর সদগুণাবলীগুলি যদি আমরা না পৌঁছাতে পারি তবে এই স্মরণানুষ্ঠান নিছক এক অনুষ্ঠানে পরিণত হবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মকেন্দ্রিকতা আজ যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, যৌথ পরিবার যেভাবে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে তা আমাদের ভাবিয়ে তুলছে । এই আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করে জাত - পাত, ধর্ম - বর্ণ নির্বিশেষে করবী দেববর্মণরা মানুষকে যেভাবে ভালবেসেছেন তা আমাদের অনুসরণ করতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী করবী দেববর্মণের স্ব-রচিত কবিতাগুলিকে নিয়ে কবিতা সংকলন প্রকাশ করার জন্য প্রকাশনা সংস্থাগুলিকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান । স্মরণ অনুষ্ঠানে এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক মিহির কান্তি দেব এবং করবী দেববর্মনের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুদেষ্ণা দেববর্মণ । অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিগণ করবী দেববর্মণের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন । সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নিভা দেববর্মণ । স্মরণ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী শিব প্রসাদ ধর ।

****

This document was created using Smart PDF Converter
To remove the message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com